যুগান্তর
তারিখ 12 SEP 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

ভর্তি সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বৃদ্ধি ও দ্বিতীয় শিফট চালুর চিন্তাভাবনা

'আসন বাড়ালে শিক্ষার মানে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে'

মুসতাক আহমদ

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সংকট নিরসনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আসন বৃদ্ধি কিংবা দ্বিতীয় শিফট খোলার চিন্তাভাবনা করছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্টদের অনুরোধ করার কথা জানিয়েছেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম। তবে বিদ্যমান অবকাঠামোগত সুবিধা, শিক্ষক সংকট, ল্যাবরেটরি ও আবাসন সুবিধাই এক্ষেত্রে বড় বাধা। আসন বাড়ালে উচ্চশিক্ষার সার্বিক মানে নেতিবাচক প্রভাবেরও আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদরা বলেছেন, দ্বিতীয় শিফট বা আসন বাড়াতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুরোধ করতেই পারে। তবে এর চেয়ে দেশের পুরনো ১৯টি শহরে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করলে ফল ভালো পাওয়া যাবে। পাশাপাশি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন অনার্স পাঠের মান উন্নয়ন করা জরুরি।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অভাবনীয় ভালো ফল হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষায় উত্তীর্ণদের সুযোগ পাওয়ার বিষয়টি আলোচনায় এসেছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, দেশে সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, অনার্স ও ডিগ্রি কলেজ, বুয়েট, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজসহ ১ হাজার ৬৯০টি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাত্র ২ লাখ ৭২ হাজার ৬৯০টি আসন রয়েছে। আর এবার এইচএসসিতে সর্বমোট উত্তীর্ণ হয়েছে ৩ লাখ ৭১ হাজার ৩৮২ জন। এই পৌনে ৩ লাখ আসনের মধ্যে আবার পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন রয়েছে মাত্র সাড়ে ১৯ হাজার। অথচ এবার নয়টি বোর্ডে কেবল জিপিএ-৫ই লাভ করেছে ২২ হাজার ৪৫ জন। সাধারণত মেধাবীদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং বুয়েট।

ইউজিসি সূত্র জানায়, এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চশিক্ষার অ্যাপেক্স বডি খ্যাত ইউজিসি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আসন বাড়ানোর চিন্তাভাবনা করছে। তবে আসন বৃদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার মানের বিষয়টিও জড়িত বলে ইউজিসি চেয়ারম্যান জানান। তিনি বলেন, সংখ্যা বাড়ালে মানের বিষয়টি চলে আসে। এ কারণে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বলা হবে মানের সঙ্গে আপস না করে সম্ভব হলে তারা যেন আসন বৃদ্ধি করেন। তিনি বলেন, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে, তাই সরকার পারে তাদের অনুরোধ করতে। এ ক্ষেত্রে তাদের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকেই সরকার চূড়ান্ত বলে ধরে নেবে।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, ভর্তি সমস্যা প্রকট। কিন্তু সমস্যা নিরসনে : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

নিরসনে : ভর্তি সংকট

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

সমাধানের প্রশ্নে আবাসন সমস্যা বড় নয়। ইউজিসি দ্বিতীয় শিফট বা আসন বাড়ানোর অনুরোধ করতে পারে। কিন্তু এটা এবারই তড়িঘড়ি করে করা সম্ভব হবে কিনা সংশয় রয়েছে। তার মতে, নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় খোলাই সমস্যা সমাধানের পথ, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়। কেননা অনেক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ই 'বিশ্ববিদ্যালয়' নয়। তাই প্রয়োজনে দেশের বড় বড় কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় করা যেতে পারে, যেভাবে জগন্নাথকে করা হয়েছে। অধ্যাপক চৌধুরীর প্রত্যাশা, ভবিষ্যতে পাসের হার আর কমবে না। ছাত্রছাত্রী সংখ্যাও বাড়বে। সে ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজন হবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বলেন, সমস্যার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো 'নৈশ প্রোগ্রাম'ও চালু করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ইউজিসি থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা হবে। তবে মানহীন তথাকথিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে জনগণকে সতর্ক করা হচ্ছে। তিনি বলেন, মানহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোই আমাদের দুশ্চিন্তার বিষয়। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠদান ও মান উন্নত। সেগুলোকে অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা কোন কোন ক্ষেত্রে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়েও বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তিনি আরও বলেন, যে হারে উত্তীর্ণ হয়েছে, সেই সংখ্যক শিক্ষার্থীকে বিশ্ববিদ্যালয়ে জায়গা দেয়া যাবে না— এটাই দুঃখজনক। তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেন, দেশে বর্তমানে যে বয়সের শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়, তাদের বয়সের (ইউনিভার্সিটিগামী উপযোগী) আরও ৯৪ ভাগই এই সুযোগ থেকে ভর্তি হয়। এরা হয় ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আসার আগেই ড্রপআউট করে, কিংবা ভর্তির জায়গা পায় না। অথচ সার্ক দেশগুলোর মধ্যে পার্শ্ববর্তী ভারতে ১৩ ভাগ এই সুযোগ পায়। এশিয়ার থাইল্যান্ডেই ৪০ ভাগ লাভ করে উচ্চশিক্ষার সুযোগ। তিনি বলেন, বাংলাদেশে চাহিদা আছে কিন্তু সুযোগ দেয়া যাচ্ছে না। এজন্য তিনি সুদূরপ্রসারী নীতি ও পরিকল্পনার অভাবকে দায়ী করে বলেন, পূর্বসূরিরা এক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী চিন্তা করেননি। তবে ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি কর্মকৌশল ভবিষ্যতের জন্য কাজ করছে বলে জানান তিনি।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, আগের ২৬টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে রংপুর, যশোর ও সেনাবাহিনীর ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস এবার শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। এগুলোর মধ্যে প্রথম দুটি সীমিত আকারে চালু হবে। শেষেরটিতে সিভিলিয়ানদের মধ্য থেকে ৪০ ভাগ ভর্তির সুযোগ পাবে।

ইউজিসি চেয়ারম্যান বলেন, আসন সংখ্যা বাড়ানোর প্রসঙ্গে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নেতিবাচক জবাব আসতে পারে। সে ক্ষেত্রে সরকারের অনুরোধ থাকবে প্রয়োজনে শিক্ষকদের কর্ম ঘণ্টা বাড়ানো। তিনি শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উদাহরণ টেনে বলেন, সেখানকার তরুণ শিক্ষকরা সপ্তাহে ৩০ ঘণ্টা পড়াচ্ছেন। যেটা অমানবিক, তবুও তারা সেবা দিচ্ছেন। অধ্যাপক নজরুল ইসলাম পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা খাতের বরাদ্দ বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করে বলেন, অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর জন্য অতিরিক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া দরকার। কিন্তু আর্থিক সংস্থান না থাকলে তা সম্ভব হয় না।

প্রসঙ্গত, দেশজুড়ে প্রায় ১৭শ' উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রায় ২ লাখ ৭৩ হাজার অনার্স ও ডিগ্রির আসন রয়েছে। এর মধ্যে ২৯টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ) অনার্সে দেড় লাখ, ৫১টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৭ হাজার ৩৩০টি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১ হাজার ৩৯১টি কলেজে ডিগ্রি লেভেলে ৯৭ হাজার ১শ', ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ২৬০, ৪০টি বেসরকারি মেডিকেলে সাড়ে ৪ হাজার এবং লেদার, টেক্সটাইলসহ বিভিন্ন ধরনের স্পেশালাইজড কলেজে আরও প্রায় ২ হাজার আসন রয়েছে। এগুলোর মধ্যে আবার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ১৬৭টি অনার্স কলেজ (আসন ১ লাখ ৩০ হাজার) ছাড়া ২৭টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে আবার আসন সংখ্যা মাত্র ১৯ হাজার ৪শ', ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজের ২ হাজার ২৬০ এবং বুয়েটে ৮১০টি।